দেশের চাকা রাখতে সচল ■ মূসক দিব আমরা সকল

১০ জুলাই জাতীয় মূসক দিবস
২০১৩

১০-১৬ জুলাই মূসক সপ্তাহ
২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রাজস্ব ভবন
(জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কার্যালয়)
সেগুন বাগিচা, ঢাকা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
২৬ আষাঢ় ১৪২০
১০ জুলাই ২০১৩

বাণী

অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ জোরদার করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তৃতীয়বারের মতো এবারও ১০ জুলাই 'মূল্য সংযোজন কর দিবস' ও '১০-১৬' জুলাই 'মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ' উদ্‌যাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সম্মানিত করদাতা ও রাজস্ব প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নসহ রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় মেটাতে প্রতিবছর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কর এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে সরকার এ বিপুল পরিমাণ অর্থের সংস্থান করে থাকে। আমরা জানি কর রাজস্ব বাবদ সংগৃহীত অর্থই সরকারি আয়ের প্রধান উৎস। তন্মধ্যে একক রাজস্ব খাত হিসেবে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) খাত থেকে সর্বোচ্চ রাজস্ব আহরিত হয়। তাই মূসক আইনের সময়োপযোগী সংস্কার, মূসক প্রদান পদ্ধতি সহজিকরণ ও কর ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে। আমি মনে করি জনগণের মধ্যে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে এবং সম্মানিত করদাতাদের উৎসাহিত করতে এই দিবস ও সপ্তাহ পালন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমি 'মূল্য সংযোজন কর দিবস' ও 'মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ-২০১৩' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ আবদুল হামিদ

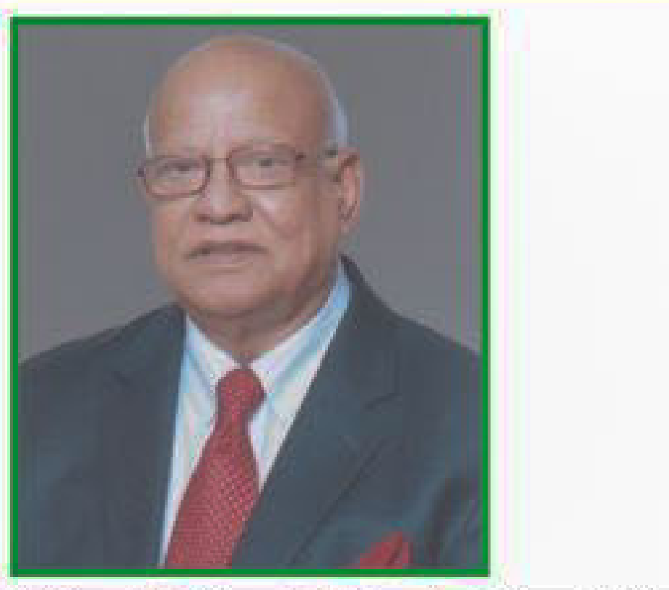

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ আষাঢ় ১৪২০
১০ জুলাই ২০১৩

বাণী

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় রাজস্ব প্রশাসনের সংস্কার ও আধুনিকায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। রূপকল্প ২০২১ অনুসারে এ দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য প্রতি বছর যে বিপুল পরিমান অর্থ উন্নয়ন-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজন তার সবচেয়ে বড় যোগানদাতা হচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। কর রাজস্বের মধ্যে মূল্য সংযোজন কর খাত থেকে সবচেয়ে বেশী আহরিত হয়, যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল মোট রাজস্বের ৩৭ শতাংশ।

২। মূল্য সংযোজন কর এক হিসেবে বেশ নতুন ধরনের কর। এর বড় আবেদন হলো যে এতে কর ফাঁকি দেবার প্রবৃত্তি ব্যাপকভাবে কমে যায়। একটি পণ্য উৎপাদনে বা সেবা দানে অনেক স্তর থাকে এবং প্রতি স্তরে মূল্য সংযোজন হয়। হিসেবটি ঠিকমত রাখলে এই প্রক্রিয়ায় সবাই লাভবান হয় এবং করের বোঝা কারো উপর বেশি হয় না। তাই এই কর ব্যবসা বাণিজ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার দাবী করে ও স্বচ্ছ হিসেব রাখাকে প্রায় বাধ্যতামূলক করে দেয়। আমাদের দেশে এই করটি প্রথম আরোপিত হয় ১৯৯১ সালে এবং এতে রাজস্ব আহরনে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে থাকে। অধুনা মূল্য সংযোজন কর আইনটি নতুন করে সাজানো হয়েছে। এতে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে হিসাব রক্ষণের যান্ত্রিকীকরণে অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগে।

৩। মূল্য সংযোজন কর আইন ও মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার আধুনিকায়নের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি কর প্রদানের প্রক্রিয়া সহজীকরণ, করদাতা-বান্ধব সংস্কৃতি প্রবর্তন এবং রাজস্ব প্রশাসনে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। রাজস্ব প্রশাসনে অনেকে নতুন দপ্তর ও পদ সৃষ্টি এবং সেসব পদে নতুন নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আশা করা যায় সামনের বছরগুলোতে এর সুফল ভোগ করা যাবে। আমাদের ধারণা ২০১৫ সালের মধ্যে সব ব্যবসাই তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার হিসাব রক্ষণকে প্রায় ত্রুটিমুক্ত করতে সক্ষম হবে এবং তখন হিসাব রক্ষণে দুর্নীতি আর থাকবে না। কেমন ভাল লাগে এই রকম একটি কর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে।

৪। গত দুই বছর দেশব্যাপী ১০ জুলাই 'মূল্য সংযোজন কর দিবস' এবং ১০-১৬ জুলাই 'মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ' উদ্‌যাপন করা হয়েছে। আমি আশা করছি, এ বছরও মূল্য সংযোজন কর দিবস এবং মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ উদ্‌যাপনকালে এর বিভিন্ন কর্মসূচীতে রাজস্ব প্রশাসনের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে দেশের ব্যবসায়ী সমাজ, সম্মানিত করদাতা এবং সাধারণ জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করবেন। এ ধরণের উদ্যোগ ও আয়োজনের মধ্য দিয়ে সম্মানিত করদাতাগণ ও রাজস্ব প্রশাসনের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের সেতুবন্ধন নির্মিত হবে মর্মেও আমি আশাবাদী।

আবুল মাল আবদুল মুহিত

আবুল মাল আবদুল মুহিত

সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ আষাঢ় ১৪২০
১০ জুলাই ২০১৩

বাণী

বিশ্ব বাণিজ্যের ক্রম প্রসার এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির গুণগত নানা পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে দেশে দেশে পণ্যের অবাধ প্রবাহ প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে আমদানি শুল্কের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিশ্বের অধিকাংশ দেশই অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্ব দিচ্ছে। এই বিবেচনায় বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে। সেই থেকে গত দুই দশকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার আওতা বৃদ্ধিসহ এই ব্যবস্থা আধুনিকায়নে ও করদাতা-বান্ধবকরণে নানাবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে।

মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরবর্তী দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ২০১১ সালের ১০ জুলাই দেশের ইতিহাসে প্রথম বারের মত 'মূল্য সংযোজন কর দিবস' এবং ১০-১৬ জুলাই 'মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হয়। বর্তমান সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের রাজস্ব প্রশাসনের গুরুত্ব, ভূমিকা ও সাফল্যের প্রতি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। এর ফলে মূসক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মধ্যে অধিকতর দায়িত্ববোধ, পেশাদারিত্ব ও সেবামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করার উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছে।

গত দু'বছরের মত এ বছরও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১০ জুলাই মূল্য সংযোজন কর দিবস এবং ১০-১৬ জুলাই মূসক সপ্তাহ উদ্‌যাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশব্যাপী একযোগে মূসক দিবস ও মূসক সপ্তাহ উদ্‌যাপন মাঠপর্যায়সহ সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মধ্যে নতুন করে কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মূল্য সংযোজন কর দিবস উপলক্ষে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

মোঃ গোলাম হোসেন

সদস্য (মূসক নীতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ আষাঢ় ১৪২০
১০ জুলাই ২০১৩

বাণী

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে তৃতীয়বারের মতো উৎসবমুখর পরিবেশে ১০ জুলাই জাতীয় পর্যায়ে মূসক দিবস এবং ১০-১৬ জুলাই মূসক সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে।

দুই দশক পূর্বে ১৯৯১ এ বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর আইন কার্যকর হওয়ার পরবর্তী দীর্ঘ সময়ে আইনটির নানা সংশোধন/পরিমার্জনের মাধ্যমে মূসক ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে। বর্তমানে মূসক ব্যবস্থাপনা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। গত বছর 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়েছে এবং আগামী ১ জুলাই ২০১৫ থেকে এ নতুন আইন পুরোপুরি কার্যকর হবে। বর্তমান মূল্য সংযোজন কর আইনকে যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বোত্তম অনুশীলন এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য এই নতুন আইন প্রবর্তন করা হয়েছে।

নতুন মূসক আইন বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এর বাস্তবায়নের কাজও শুরু হয়েছে। মূসক ব্যবস্থার সংস্কার শুধু নতুন আইন প্রণয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবেনা। মূসক প্রশাসনকে আরো দক্ষ, গতিশীল ও জনগণ-বান্ধব করার লক্ষ্যে এর কাঠামোগত পরিবর্তনও আনা হবে। পাশাপাশি, তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করাও এই কর্মপরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

নতুন মূসক আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে আপামর জনগণ, করদাতা ও মূসক প্রশাসনের কর্মীবৃন্দ একসাথে কাজ করে যাবেন এই হোক আমাদের জাতীয় মূসক দিবসের অঙ্গীকার।

ব্যারিস্টার জাহাঙ্গীর হোসেন

বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা ঃ কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরে এই ব্যবস্থা স্বচ্ছ, গতিশীল, করদাতাদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কর্মকর্তাদের সেবার মান উন্নয়নের লক্ষে প্রতি বছর ১০ই জুলাই মূসক দিবস এবং ১০ই জুলাই পরবর্তী এক সপ্তাহ মূসক সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির ধ্যান ধারনায় বহির্বাণিজ্য শুল্ক হ্রাস, অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বৃদ্ধি, বিভিন্ন বিধি নিষেধ এবং বাধা নিরসনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও ব্যবসাবান্ধব রাজস্ব প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য প্রতিবছরই রাজস্ব প্রশাসনে পরিবর্তন, সংশোধন, স্বচ্ছতার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় মূসক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, কর্মকর্তাদের সেবার মান উন্নয়ন ও কর প্রদানকারীদের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য এ বছর তৃতীয় বারের মত মূসক দিবস ও সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে।

মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাস ঃ

জার্মান অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী Dr. Wilhelm Von Siemens, ১৯১৮ সালে সর্বপ্রথম মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার সূত্রপাত করেন। ১৯২১ সালে Mr.Adams রেয়াত পদ্ধতির (Credit Method) প্রস্তাব করেন। ফ্রান্সের কর বিভাগের যুগ্ম পরিচালক ও আমদানি শুল্ক বিভাগের মহাপরিচালক Mr. Maurice Laure ১৯৫৪ সালের ১০ই এপ্রিল সর্বপ্রথম ঐ দেশে Taxe Sur La Valeur Adjoutee নামে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা চালু করেন। প্রথম দিকে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা কেবলমাত্র বৃহৎ ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকেই এ ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা হয়। ১৯৮৬ সাল নাগাদ উৎপাদন এবং সরবরাহ স্তরের সর্বত্র এ মূল্য সংযোজন কর চালু করা হয়। বর্তমানে ফ্রান্সের মোট রাজস্ব আয়ের প্রায় ৫০ শতাংশের সংস্থান হয় মূল্য সংযোজন কর থেকে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে রেয়াত পদ্ধতি (Credit Method) একটি সুনির্দিষ্টরূপ লাভ করে। অধুনা মনস্ক ও প্রাগ্রসর বিজ্ঞানভিত্তিক এই কর ব্যবস্থাপনা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। নব্বই দশকে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা সারা পৃথিবীতেই ব্যাপক প্রসার লাভ করে। বর্তমানে প্রায় ১৪৭ টি দেশে এ কর ব্যবস্থা অনুসরণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে মূসক আইন প্রবর্তনের পটভূমি ঃ

১৮৭৮ সালে ব্রিটিশ ভারতে আমদানি শুল্কের প্রবর্তন করা হয়। সময়ের বিবর্তনে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায়ের লক্ষে ১৯৪৪ সালে এ দেশে The Excise & Salt Act, 1944 চালু করা হয়। তখন চা, তামাক, সুপারি এবং লবণ ইত্যাদি কতিপয় দেশজ পণ্যের উপর আবগারী শুল্ক আরোপ করা হয়। ধীরে ধীরে আবগারী শুল্কের বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে এবং বিভিন্ন উৎপাদিত পণ্য ও সেবার উপর আবগারী শুল্ক (Excise Duty) ধার্য করা হয়। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এবং দেশজ উৎপাদনের সুসংরক্ষণের তাগিদে আবগারী শুল্কের পাশাপাশি ১৯৮২ সালে The Sales Tax ordinance, 1982 এর মাধ্যমে আমদানিকৃত কিছু কিছু পণ্যের উপর Sales Tax আরোপ করা হয়। ঐ একই বছর The Business Turn over Tax ordinance, 1982 এর আওতায় উৎপাদিত দেশজ কিছু কিছু পণ্যের ও সেবার উপর Turn over Tax আরোপ করা হয়।

আবগারী ও বিক্রয় কর ব্যবস্থায় বিভিন্ন কর হার প্রয়োগের পাশাপাশি কিছু কিছু শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অব্যাহতি সুবিধাও (Exemption) প্রদান করা হয়। ফলে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে সুষম কর আরোপিত না হওয়ায় কর বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং পণ্যের বাজার মূল্য ব্যাপক বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ অবস্থার পরিত্রাণ এবং দ্বৈত কর পরিহারের লক্ষে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে সরকার গঠিত Tax Enquiry Commission, সর্ব প্রথম মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করে। ১৯৭৯ সালের শেষ ভাগে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করে। ১৯৯০ সালের জুন মাসে মূল্য সংযোজন কর আইন- এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়। ১৯৯১ সালে ২ জুন মহামান্য রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ ক্রমে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ জারি করা হয় এবং এর কার্যকারিতা ১ জুলাই,১৯৯১ সাল থেকে প্রদান করা হয়। অতঃপর ১০ জুলাই, ১৯৯১ মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক মহামান্য রাষ্ট্রপতির জারিকৃত অধ্যাদেশটি মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ হিসেবে অনুমোদন লাভ করে।

মূল্য সংযোজন কর (VAT) কী ?

মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থা একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত কর ব্যবস্থা। ইহা বাংলাদেশে নতুন কোন কর নয় বরং এর মাধ্যমে আবগারী শুল্ক ও বিক্রয় কর ব্যবস্থা প্রতিস্থাপিত হয়েছে মাত্র। সহজ ভাষায়, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) হল "মূল্য সংযোজন" এর উপর আরোপিত কর। কোন পণ্য উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারী অথবা সেবা প্রদানকারী কর্তৃক পণ্য উৎপাদনে/সরবরাহে বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত উপকরণের ক্রয় মূল্যের সাথে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ের যাবতীয় সংযোজিত মূল্যের উপর প্রযোজ্য হয় বলেই একে "মূল্য সংযোজন কর" বলা হয়। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় উৎপাদক বা সরবরাহকারী কর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত মূসক প্রদেয় উৎপাদন কর (বিক্রয়ের উপর প্রযোজ্য মূসক) এর বিপরীতে রেয়াত গ্রহণের বিধান থাকায় করের উপর করারোপের কোন সুযোগ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই থাকে না। পণ্য/সেবার উৎপাদক বা সেবা বিক্রয়কালে বিক্রেতা, ক্রেতা বা ভোক্তা হতে এ কর আহরণ করে থাকেন। তাই এ কর ব্যবস্থায় বিক্রেতা Tax Collector হিসেবে বিবেচিত হন। ক্রেতা বা ভোক্তা প্রকৃতপক্ষে এ কর দিয়ে থাকেন বলে একে ভোক্তা কর (Consumer Tax) বা পরোক্ষ করও (Indirect Tax) বলা হয়।

মূল্য সংযোজন কর হার ঃ

ইহা মূলত একক হার বিশিষ্ট কর ব্যবস্থা। কিছু ব্যতিক্রম এবং অব্যাহতি ব্যতীত বাংলাদেশে আমদানিকৃত এবং দেশে উৎপাদিত সকল পণ্য, সেবা, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা পর্যায়ে মূল্যভিত্তিক ১৫% হারে মূসক আরোপযোগ্য তবে রপ্তানি পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে শূন্য হারে মূসক প্রযোজ্য। ব্যবসায় ও সেবা খাতে আদায় হিসাব সংরক্ষণের জটিলতা নিরসনের লক্ষে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংকোচিত ভিত্তিমূল্য এবং ট্যারিফ মূল্যের উপর ১৫% হারে মূসক আদায় করা হয়।

মূল্য সংযোজন করের বৈশিষ্ট্য ঃ

- ○ মূল্য সংযোজন কর একটি একক কর হার বিশিষ্ট স্বনির্ধারণী কর ব্যবস্থা ;
- ○ রেয়াত গ্রহণের সুবিধা থাকায় মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় Tax on Tax এর সুযোগ নেই ;
- ○ প্রতি ক্ষেত্রে/পর্যায়ে VAT প্রদেয় হলেও সর্বশেষ ভোক্তা (End Consumer) এ কর পরিশোধের দায় বহন করে ;
- ○ ইহা Documents & Audit based কর ব্যবস্থা/পদ্ধতি ;
- ○ ব্যাপ্তি সম্প্রসারিত হলেও ভোক্তা ব্যতীত অন্য পর্যায়ে কর ভার নেই ;
- ○ হিসেব নির্ভর এবং রেয়াত গ্রহণের কারণে কর ফাঁকির প্রবণতা হ্রাস পায় ;
- ○ আলাদা আলাদা ভাবে উপকরণ ও উৎপাদনের জন্য কর হিসাব করা হয় বিধায় হিসাব পদ্ধতি সহজ ;
- ○ মূসক চালান ও দাখিলপত্র ভিত্তিক হিসাব সংরক্ষণ ব্যবস্থা বিধায় অডিট করা সহজ ;
- ○ মূসক ব্যবস্থায় Compliance & Operation Cost অপেক্ষাকৃত কম।

বাংলাদেশে মূসক ব্যবস্থার সাফল্য ঃ

পৃথিবীতে যে সকল দেশে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তিত ও কার্যকর রয়েছে, প্রতি ক্ষেত্রেই তার সফলতা পেয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর ১৪৭টি দেশে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বাংলাদেশে মূসক ব্যবস্থা চালুর অব্যবহিত পূর্বে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায়ের জন্য আবগারী শুল্ক ও সেলস্ ট্যাক্স ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পক্ষান্তরে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে এগিয়ে নেবার জন্য অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে বিপুল পরিমাণে রাজস্ব সংস্থানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ ছাড়া নতুন নতুন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা উৎসসমূহকে পুরাতন কর আদায় পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসার সুযোগ ছিল না। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিজ্ঞানসম্মত, প্রাগ্রসর এবং আধুনিক মূসক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মূসক ব্যবস্থা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অত্যন্ত সফল এবং ধনাত্মক ভূমিকা রাখে। স্বাধীনতা উত্তর দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যাপক প্রসারের কারণে নতুন নতুন শিল্প, সেবা এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক প্রসার লাভ করে। পুরাতন রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থা এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ঈপ্সিত রাজস্ব আহরণ এবং নৈয়ায়িক কর আহরণ শৃঙ্খলা প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছিল। মূসক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে একাধারে যেমন কর আহরণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত সেবা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে কর ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসা সহজসাধ্য হয়।

১৯৯১-৯২ অর্থবছরে মোট আহরিত মূসকের পরিমাণ ছিল ১৭৩৫ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ৩৪৫৭২ কোটি টাকা। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আহরিত কর রাজস্বের ২৩.৬২ শতাংশ ছিল মূসক যা বিগত ২০১১-১২ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৩৭ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরেও এই ক্রমবৃদ্ধি অব্যাহত আছে। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাজেটে করভিত্তি (Tax base) ও করের আওতা (Tax net) সম্প্রসারণের মাধ্যমে এই ধারা অব্যাহত রাখার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের মোট আয়ের প্রায় ৮০ শতাংশই কর রাজস্ব থেকে সংগৃহীত হয়। উল্লেখ্য যে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মোট কর রাজস্বের ৯৫.৭৭ শতাংশই সংগ্রহ করে। রাজস্ব আদায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ হতে বাংলাদেশের রাজস্ব জিডিপি অনুপাত এখনো অনেক কম। তাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে আগামী ২০১৬ সালের কর জিডিপির অনুপাত ১৩ ভাগে উন্নীত করণের ঘোষণা প্রদান করেছেন।

মূসক ব্যবস্থার বর্তমান সংস্কার কার্যক্রম ঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মূসক আদায় কার্যক্রম আরো জোরদার ও গতিশীল করার লক্ষ্যে যেসব সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, তা হচ্ছে –

- ❖ সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, ব্যাংক-বীমা, এনজিও, ইন্সুরেন্স কোম্পানী, বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসে মূসক আদায় ;
- ❖ সংকুচিত মূল্যভিত্তির কার্যক্রম সীমিত করা হচ্ছে এবং পর্যায়ক্রমে তা প্রত্যাহারের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে ;
- ❖ মূল্য সংযোজন কর আদায়ের জন্য ট্যারিফ ভ্যালু প্রথা যৌক্তিককরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে ;
- ❖ স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পণ্যের (যেমন-সিগারেট, জর্দা) ক্ষেত্রে উচ্চহারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে ;
- ❖ করদাতাদের মূল্য সংযোজন কর সম্পর্কিত তথ্যাদি অবহিতির জন্য রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে প্রচারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ;
- ❖ করদাতা এবং রাজস্ব কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিনিময়ের জন্য বিভিন্ন সভা, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে ;
- ❖ রাজস্ব আদায় প্রক্রিয়া সহজ ও করদাতা-বান্ধব করার জন্য অটোমেশন প্রক্রিয়া চালু করা হচ্ছে ;
- ❖ সময়োপযোগী মূল্য সংযোজন কর আইন প্রণয়নের কাজ চলছে ;
- ❖ উচ্চ আদালতে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে ;
- ❖ কর মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য 'বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি' (ADR) পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে ;
- ❖ কর অব্যাহতি ২০১৪ সালের পর প্রত্যাহারপূর্বক কর প্রদান সংস্কৃতি গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে ;
- ❖ মূল্য সংযোজন কর প্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক ও জনবল সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ;
- ❖ মূল্য সংযোজন কর প্রদানকারীদের উৎসাহ এবং স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ কর পরিশোধকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুরস্কার/সম্মাননা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নতুন মূল্য সংযোজন কর আইন ঃ

- ❖ বর্তমান আইনে বিদ্যমান নানা সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সহজীকরণের জন্য নতুন মূসক আইন, ২০১২ প্রবর্তিত হয়েছে যা আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে কার্যকর হবে ;
- ❖ নতুন মূল্য সংযোজন কর আইন সুবিন্যস্ত এবং আধুনিক ;
- ❖ কর আরোপের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত হবে ;
- ❖ এই আইনে চলতি হিসাব (অগ্রিম টাকা প্রদান) পদ্ধতি বিলুপ্ত হবে ;
- ❖ বিনিময় মূল্য-ই হবে ভিত্তিমূল্য, তাই বর্তমান আইনে বিদ্যমান মূল্য ঘোষণার প্রয়োজন হবে না ;
- ❖ ট্যারিফ মূল্য এবং সংকোচিত ভিত্তিমূল্য থাকবে না ;
- ❖ Central & Electronic উপায়ে (online) দাখিলপত্র জমা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে ;
- ❖ Electronic Bank Transfer, Credit Card & Bank cheque এর মাধ্যমে কর পরিশোধ করা যাবে ;
- ❖ কর আদায় সংক্রান্ত বিধি বিধান সুসংহতকরণের ফলে নতুন মূসক আইন অনেক বেশি রাজস্ব এবং ব্যবসা বান্ধব হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার কার্যক্রম এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সফল হলে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকলে, করদাতা ও কর আহরণকারীর সমন্বিত প্রচেষ্টা ও কর প্রদান মননশীলতার মাধ্যমে আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবো।

মোঃ লুৎফর রহমান
কমিশনার
ও
আহবায়ক
মূসক দিবস ও মূসক সপ্তাহ উদযাপন কমিটি

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ আষাঢ় ১৪২০
১০ জুলাই ২০১৩

বাণী

গত দুই বছরের ন্যায় এবারও ১০ জুলাই 'মূল্য সংযোজন কর দিবস' এবং ১০-১৬ জুলাই 'মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ' উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের সকল সম্মানিত মূল্য সংযোজন করদাতা, এর সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারি ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বর্তমান সরকার দেশের রাজস্ব-নীতি ও রাজস্ব-ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করেছে। সম্মানিত করদাতাগণ এখন অনলাইনে মূসক ও আয়কর নিবন্ধন গ্রহণ, কর পরিশোধ, রিটার্ন দাখিল করতে পারছেন। জমাকৃত রাজস্বের হিসাব অনলাইনে যাচাই করতে পারছেন। সরকার গৃহীত এসকল পদক্ষেপের ফলে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে রাজস্ব আয় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

আমি আশা করি, মূল্য সংযোজন কর দিবস ও মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ পালন কর প্রদানে জটিলতা হ্রাস করবে। সম্মানিত করদাতাগণকে মূল্য সংযোজন কর পরিশোধে আরও উৎসাহিত করবে।

আমি মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি সচেতন নাগরিক সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি এ দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ আষাঢ় ১৪২০
১০ জুলাই ২০১৩

বাণী

মূল্য সংযোজন কর দিবস ও সপ্তাহ ২০১৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তন বাংলাদেশের রাজস্ব আহরণ কাঠামোতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল পণ্যের উপর বিক্রয় কর ছিল সে সকল পণ্যের উপর মূল্য সংযোজন কর আরোপ করা হয়। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

মূল্য সংযোজন করের সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং সাফল্যের জন্য পণ্য ও সেবা সরবরাহকারী এবং রাজস্ব কর্মকর্তা-উভয়ের সহযোগিতা, দক্ষতা ও নিষ্ঠা আবশ্যক। মূল্য সংযোজন করের সাথে সম্পৃক্ত কর দাতা এবং রাজস্ব কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার সময় তাদের ধারণার স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতাবোধ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের পেশাদারিত্ব ও সেবামূলক মানসিকতার উৎকর্ষ সাধনের অব্যাহত প্রয়াসের জন্য আমি তাঁদের সাধুবাদ জানাই।

আমি ২০১৩ মুসক দিবসের সাফল্য কামনা করি।

ড. মসিউর রহমান

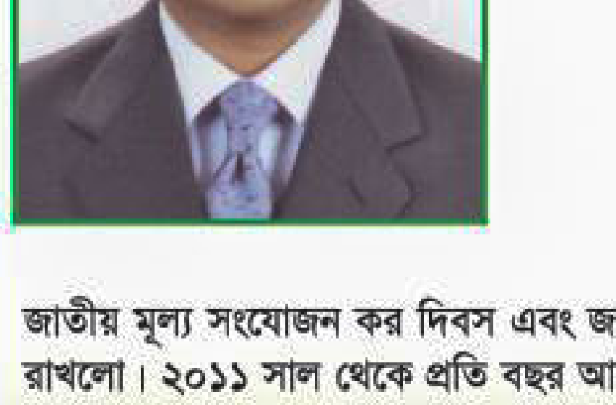

সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ আষাঢ় ১৪২০
১০ জুলাই ২০১৩

বাণী

জাতীয় মূল্য সংযোজন কর দিবস এবং জাতীয় মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ উদ্‌যাপন এ বছর তৃতীয় বর্ষে পা রাখলো। ২০১১ সাল থেকে প্রতি বছর আনন্দমুখর পরিবেশে জাতীয় পর্যায়ে ১০ জুলাই মূসক দিবস ও ১০-১৬ জুলাই মূসক সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে।

'দেশের চাকা রাখতে সচল, মূসক দিব আমরা সকল' এ বছরের মূসক দিবস ও সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য। বিগত বছরগুলোতে এ খাত থেকে কর-রাজস্ব আহরণের অব্যাহত সাফল্যে আমাদের আত্মশ্লাঘায় ভোগার কোন সুযোগ নেই। কারণ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় আমাদের কর-জিডিপি অনুপাত এখনো অনেক কম এবং তা' সম্মানজনক পর্যায়ে নিয়ে যেতে আমাদের বহু পথ পাড়ি দিতে হবে।

মূসক ব্যবস্থা ও রাজস্ব প্রশাসনে বড় ধরণের পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে নতুন মূসক আইন, ২০১২ অনুমোদন করা হয়েছে এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনার সংস্কারের জন্য বিশদ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে এবং সাধারণ জনগণ ও ব্যবসায়ীদের জন্য কর পরিশোধ পদ্ধতি সহজতর হবে। মূসক ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যও এ খাতে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। এর ফলে একদিকে যেমন রাজস্ব-তথ্য সংরক্ষণ সহজতর হবে, অন্যদিকে মূসক কার্যালয়গুলোতে কাজের গতি ও স্বচ্ছতা আরো বৃদ্ধি পাবে।

জাতীয় পর্যায়ে মূসক দিবস ও সপ্তাহ উদ্‌যাপনের এই মহতী উদ্যোগ সকলের সহযোগিতায় সাফল্যমন্ডিত হবে এই কামনা করছি।

মোঃ ফিরোজ শাহ্ আলম

আপনার প্রদত্ত মূসক জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায় ঃ ধারা এ্যাড